ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ **সারাদিন**

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

'তুমি আমার বোনের মতো' বলে তামান্নাকে প্রত্যাখ্যান, কে সেই ছেলে?

পৃঃ ৫

নেইমারের অপেক্ষায় শৈশবের ক্লাব সান্তোস

পৃঃ ৬

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ৩১১ ● কলকাতা ● ০৩ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ ● মঙ্গলবার ● ১৯ নভেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

জঙ্গলমহলে নিজের গ্রামে ফিরলেন ছত্রধর, মালা পরিয়ে বুকে টেনে নিল তৃণমূল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গ্রামে ফিরলেন ছত্রধর মাহাতো। মঙ্গলবারই তিনি এনআইএ মামলা থেকে রেহাই পেয়েছেন। অনেকেই অপেক্ষা করছিলেন কবে খাসতালুকে পৌঁছবেন ছত্রধর মাহাতো। অবশেষে গেলেন তিনি। রবিবার দুপুর। নিজের গ্রাম। ঝাড়গ্রাম জেলার লালগড় থানার আমলিয়া গ্রামে গেলেন তিনি। সেই জঙ্গলমহল।প্রসঙ্গত চলতি বছরের মে মাসে ছত্রধর মাহাতো সম্পর্কে মমতা বন্দ্যোপাধয়ায় বলেছিলেন, 'ছত্রধর মাহাতো বহুদিন আগে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে গিয়েছিল। ২০০৮ সালে সিপিএমের আমলে আমরা ওকে জেল থেকে ছাড়িয়ে ছিলাম। যেদিন আমরা ওকে ছাড়ালাম ঠিক সেদিনই ওকে ঝাড়খণ্ডে বিজেপি একটা কেস দিয়ে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল। আমি ভুলিনি সেদিনের কথা। আমি প্রথম জঙ্গলমহলে যাঁর হাত ধরে ঢুকি তাঁর নাম ছত্রধর মাহাতো। লালগড়ের ওদিকে চিতামণি নামে এক বয়স্ক মহিলার কান কেটে নিয়েছিল। তিনজনকে গুলি করে মেরেছিল সিপিএমের হার্মাদরা।'জেলায় প্রবেশের আগে লোধাশুলি। সেখানেই তৃণমূলের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়েছিল সংবর্ধনা মঞ্চের। আর সেখানে সংবর্ধনা দেওয়া হল ছত্রধর মাহাতোকে।

একটা সময় তিনি ছিলেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক। পরে জেলে যেতে

এরপর ৩ পাতায়

রাজ্যের ফুল টাইম পুলিশ মন্ত্রী হিসেবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে চাইলেই ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যে দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য রুখে সরব শাসক নেতৃত্বই। এর আগে কলকাতা থেকে জেলার একাধিক তৃণমূল নেতা পুলিশ ব্যর্থতার অভিযোগ তুলেছেন। এবার সরব ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবির। ফুলটাইম পুলিশমন্ত্রী হিসাবে অভিষেককে চান তিনি। তাঁর মন্তব্য, ২০২৬ সালে চতুর্থবার মুখ্যমন্ত্রী হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।তাঁর সঙ্গে ডেপুটি করা হোক অভিষেক

বেবি চক্রবর্ত্তী:কলকাতা

বন্দ্যোপাধ্যায়কে। পুলিশমন্ত্রী হিসাবেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে সওয়াল করেছেন তিনি। তিনি বলেন, "ফুলটাইমের একজন পুলিশমন্ত্রী থাকলে, আমার মনে হয়, তাঁর নজর এড়িয়ে কোনও অপরাধ সংগঠিত হবে না।" তাঁর যুক্তি, "অনেক সময়ে সিএম এত ব্যস্ত থাকেন, আমরা ইচ্ছা করলেও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি না, নিজেদের আবেদন নিবেদন সময় মতো পৌঁছতে পারি না। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকটা দায়িত্ব নিয়ে নিলে, বাংলার মানুষ অনেকটা উপকৃত হবেন।"

আরজি কর কাণ্ডের সময়ে বিরোধীরা দাবি তুলেছিলেন, রাজ্যে ফুলটাইমার স্বাস্থ্যমন্ত্রীর প্রয়োজন রয়েছে। কারণ মুখ্যমন্ত্রী একাধিক দফতর সামলান। এদিন আবার হুমায়ুন কবির ফুলটাইমার পুলিশমন্ত্রী চাইলেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, আর তাঁর বক্তব্যের মধ্যে যেন সেই একই সুর শোনা গেল। যাঁকে ডেপুটি হিসাবে আনা হবে, সেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতেই দায়িত্ব দেওয়ার সওয়াল করেন তিনি।

প্রশ্ন উঠছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশমন্ত্রী হিসাবে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা সামলাতে পারছেন না? বিরোধীদের সেই দাবিই সমর্থন করলেন হুমায়ুন?

এরপর ৩ পাতায়

নামও আবাস যোজনায়, TMC নেতার বাড়ি দেখে বিস্মিত খোদ জেলাশাসক, ভাগ্য বদলে গেল পাঁচ বছরেই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তিন তলা বাড়ি, কাচ লাগানো ব্যালকনি। ছোটখাটো প্রাসাদ বললেও ভুল হবে না। বাড়ির মালিক যিনি, সেই তৃণমূল নেতার নাম রয়েছে আবাস যোজনার তালিকায়! বাড়ি দেখে অবাক হয়ে গেলেন খোদ জেলাশাসকও। তৃণমূল নেতার পরিবারের দাবি, টালির চাল, পলিথিনে ঘেরা ঘরে থাকতেন তাঁরা। তাই আবাস যোজনাক জন্য আবেদন করেছিলেন। রাজ্যজুড়ে এই রকম প্রচুর ঘটনা বা প্রচুর উদাহরণ রয়েছে আবাস যোজনা ঘরের নামের তালিকাতে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ক্যানিং ২ নম্বর ব্লকের কয়েকটি অঞ্চলে এইরকম ভুতুড়ে কিছু নাম রয়েছে বলে কানাঘুষ ও গোপন সূত্রে খবর। তবে এলাকার মানুষ সবকিছু জেনে বুঝে ভয়ের কারণে মুখ খোলে না, সব কিছু যদি প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে তদন্ত করে তাহলে সবকিছু বেরিয়ে আসতে পারে।তৃণমূলের দাবি, শাসক দলেক ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য এই কাজ করা হয়েছে। তৃণমূলের রাজ্য যুব সহ সভাপতি পার্থ সারথি মাইতির দাবি, তৃণমূলকে দুর্নীতিগ্রস্ত প্রমাণ করার জন্য

এরপর ৩ পাতায়

মৃত্যুঞ্জয় সরদারের আটটি বইয়ের মধ্যে কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে চারটি বই পাওয়া যাচ্ছে। অন্যান্য বইগুলো সব বিক্রি হয়েছে।

কলেজ স্ট্রিটে পাওয়া যাচ্ছে বইগুলোর নাম

ঈশ্বরী কথা আর মাতৃ শক্তি কলেজ স্ট্রিট কেশব চন্দ্র স্ট্রিটে, অশোক পাবলিশিং হাউসে

সুন্দরবন ও সুন্দরবনবাসি বর্ণপরিচয় বিল্ডিংয়ে উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দিরে

কলেজ স্ট্রিট সারাদিন পাবলিকেশনের পাওয়া যাচ্ছে আর্তনাদ নামের বইটি।
এই বইটি অনলাইনে বুক করলে পোস্ট অফিসে বাড়ি পৌঁছে যাবে।

যোগাযোগ নম্বর ৯৫৬৪৩৮২০৩১

আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বাংলা মাধ্যম)

সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন

(বালক ও বালিকা পৃথক ক্যাম্পাস)
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি) বিজ্ঞান ও কলা বিভাগ

E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Contact : 9732531171

২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য (পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণি)

পরীক্ষা কেন্দ্র সরবেড়িয়া আন নূর মিশন
সরবেড়িয়া, এফ.এস.হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পরগনা

ফর্ম বিতরণ চলছে (অফলাইনে)

ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ৩রা নভেম্বর ২০২৪
ভর্তি পরীক্ষার তারিখ : ১০ই নভেম্বর ২০২৪ রবিবার দুপুর ১২টা
ফলাফল প্রকাশিত হবে : ১৭ই নভেম্বর ২০২৪ রবিবার দুপুর ২টা

ফলাফল জানা যাবে www.annoormission.org
এই website notice board-এ

সফল ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক/অভিভাবকা সাক্ষাৎকার ও ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে ২২শে নভেম্বর থেকে ৩০শে নভেম্বর ২০২৪
ফর্মের মূল্য : ৫০.০০ টাকা

আবাসিক শিক্ষক চাই
বায়োলজি এমএসসি অনার্স ও একজন কম্পিউটার টিচার লাগবে
সত্বর Resume mail করুন

ফর্ম পাওয়ার জন্য বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন ফর্ম বিতরণ কেন্দ্রগুলিতে

- সরবেড়িয়া আন নূর মিশন — সরবেড়িয়া, এফ.এস. হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পঃ মোঃ - ৯৫৬৪০১১৯০৬ / ৯৭৩৪৫৪৯৫০৫
- নিউ বিশ্বাস জেরক্স — মুরারীসাহা চৌমাথা, ভেবিয়া, উঃ ২৪ পঃ মোঃ - ৯৬০৯০৮২৪১৬
- আদর্শ শিশু নিকেতন — ভাঙনখালি, (কলতলা মোড়) বাসন্তী, দঃ ২৪ পঃ মোঃ - ৮১৪৫২৫০০৮০
- সাগরিকা লাইব্রেরী — বিজয়গঞ্জ বাজার, ভাঙ্গর, দঃ ২৪ পঃ মোঃ - ৯৭৩৫২৮০৪০৭
- আরফান আলি বিশ্বাস — দেবগ্রাম, কাটোয়া মোড়, নদীয়া মোঃ - ৯১৫৩৯৩২৯০৬

১২ বছর জমিতে দখল করার পর, তা কি সম্পত্তির মালিকানা অর্জন করতে পারে?

সংবাদ দাতা : নিউজ সারাদিন : সুপ্রিম কোর্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ রায় দিয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে, কেউ যদি ১২ বছর পর্যন্ত কোনো সম্পত্তিতে দখল করে থাকে, তবে সে ব্যক্তি পরবর্তীতে ওই সম্পত্তির মালিকানা দাবি করতে পারে। আদালত 'প্রতিকূল দখলের তত্ত্ব' উল্লেখ করে জানায়, যে ব্যক্তি আসল মালিক নয়, কিন্তু সে সম্পত্তিতে ১২ বছর ধরে দখল রেখেছে এবং মালিক তার বিরুদ্ধে কোনো আইনি পদক্ষেপ নেননি, সে ব্যক্তি প্রতিকূল দখলের মাধ্যমে সম্পত্তির মালিকানা পেতে পারে।তবে, আদালত স্পষ্ট করে জানায় যে, এই নিয়মটি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পাবলিক বা জনস্বার্থে সংরক্ষিত জমি বা সম্পত্তির ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হবে না, কারণ এসব জায়গায় অযথা দখল সৃষ্টি হওয়া এবং পরে প্রতিকূল দখলের মাধ্যমে মালিকানা দাবি করা হতে পারে।

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনগত প্রশ্নের উত্তর, যেখানে প্রশ্ন ছিল-প্রতিকূল দখল লাভের ভিত্তিতে কি কোনো ব্যক্তি আদালতে মালিকানা ঘোষণা করার জন্য মামলা করতে পারে কিনা।

কোর্টের তিন সদস্যের বেঞ্চ, যার মধ্যে বিচারপতি অরুণ মিশ্রা, এস. আব্দুল নযির এবং এম.আর. শাহ অন্তর্ভুক্ত, জানায় যে, এমন এক ব্যক্তি যিনি মূল মালিক নন, তবে প্রতিকূল দখলকৃত সম্পত্তিতে অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে, সে যদি দখল হারিয়ে ফেলে, তবে সে সেই সম্পত্তি ফিরে পাওয়ার জন্য আদালতে মামলা দায়ের করতে পারে।

অভিষেক-কন্যা মামলা: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে রাজ্য সাত আইপিএসের নাম পাঠাল, সোমে শুনানি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যার বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্য মামলায় সুপ্রিম কোর্টে রিপোর্ট জমা দিল রাজ্য। গত শুনানিতে শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মেনে ওই রিপোর্ট জমা পড়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, সুপ্রিম কোর্টের পূর্ব নির্দেশ মেনে সাত জন আইপিএস অফিসারের নাম জমা দেওয়া হয়েছে।কারা থাকবেন ওই সাত জনের তালিকায়? সর্বোচ্চ আদালত স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছে, রাজ্যের বাইরে কাজ করছেন, এমন আইপিএস অফিসারদের নাম দিতে হবে। তবে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গ ক্যাডারের হতে পারবেন। এই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট নতুন করে সিট গঠন করতে পারে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছে। এই মামলার সঙ্গে যুক্ত আইনজীবী সূত্রের খবর, আদালতের নির্দেশ মেনে শনিবার সাত আইপিএস অফিসারের নাম জমা পড়েছে শীর্ষ আদালতে।সোমবার শীর্ষ আদালতে ওই মামলাটির শুনানি রয়েছে। বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুয়ানের বেঞ্চে শুনানি রয়েছে। আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে অভিষেকের কন্যার বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্য করার অভিযোগে দুই মহিলাকে গ্রেফতার করা হয়। অভিযোগ, হেফাজতে নিয়ে তাঁদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে। ওই ঘটনায় হাই কোর্ট সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয়। বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ নির্দেশ দেন, ওই দুই মহিলাকে হেফাজতে মারধরের ঘটনায় অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত করবে। ওই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা মনে করলে যে কোনও অফিসারকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে। হাই কোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের ওই নির্দেশে হস্তক্ষেপ করেনি প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। সিবিআই তদন্তের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যায় রাজ্য। তাদের বক্তব্য, ওই ঘটনায় রাজ্য পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করে তদন্ত করা যেতে পারে। গত সোমবার সুপ্রিম কোর্ট হাই কোর্টের নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ দেয়। দুই বিচারপতির বেঞ্চ জানায়, ওই ঘটনায় আপাতত সিবিআই তদন্ত করতে পারবে না। রাজ্যের গঠিত সিটও আপাতত নিষ্ক্রিয় থাকবে। রাজ্যকে সাত জন আইপিএস অফিসারের নাম জমা দিতে হবে। তাঁদের মধ্যে পাঁচ জন মহিলা অফিসার থাকবেন।

শাসকদল তৃণমূল সংঘটনের মধ্যে চাপ

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : থ্রেট কালচার নিয়ে তৃণমূলের কাজিয়া এবার প্রকাশ্যে। নাম করে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে ঝাঁঝালো আক্রমণ সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। মেডিক্যালে সাসপেন্ডেড ছাত্রদের পাশে না দাঁড়ানোয় তৃণাঙ্কুরকে এক হাত নেন কল্যাণ। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতির পদ থেকে তৃণাঙ্কুরকে সরানোরও দাবি তোলেন তিনি।কল্যাণের অভিযোগ, তৃণমূল করায় বাম-অতি বামের থ্রেট কালচারের মুখে ডাক্তারি পড়ুয়াদের একাংশ। এই পরিস্থিতিতে তৃণাঙ্কুর তাঁদের পাশে দাঁড়াননি। অভিযোগ কল্যাণের। তিনি ও তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ ছাত্রদের পাশে থেকে কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছেন বলেও দাবি করেন তিনি। সম্প্রতি ডোমজুড় উৎসব মঞ্চে দাঁড়িয়ে এহেন বিস্ফোরক দাবি করেন। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এহেন দাবির পর থেকেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, তৃণমূল ছাত্র পরিষদ অন্দরে কি তবে ভাঙন ধরতে শুরু করেছে? তৃণাঙ্কুর বিরোধী লবি কি তবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে? সূত্রের খবর, এই লবি নাকি দীর্ঘদিন ধরেই সক্রিয়। সংগঠনের মধ্যেই নাকি চাপে সভাপতি তৃণাঙ্কুর। তাঁর বিরুদ্ধে গোষ্ঠীকোন্দলের অভিযোগেও তৃণাঙ্কুর অ্যান্টি লবি বাড়তি অক্সিজেন পেয়েছে বলেই মনে করছেন তৃণমূল নেতাদের একাংশ। সূত্রের খবর, টিএমসিপি-র ভূমিকায় খুশি নন তৃণমূল নেতৃত্ব।

অপসারিত টিএমসিপি নেত্রী রাজন্যা হালদার বলেন, “অনেক নেতা-নেত্রী যাঁরা এই প্রশ্ন করছেন, তাঁরাও কিন্তু ক্রাইসিস মোমেন্টে জুনিয়র ডাক্তারদের পাশে থাকেনি। যদি কেউ থেকে থাকে, যিনি সামনে থেকে কেসটি লড়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, তাঁর নাম প্রান্তিক চক্রবর্তী। সুতরাং এই প্রশ্ন করার অধিকার আর স্টেপ ডাউনের ডিম্যান্ড, যেটা তিনি করছেন, সেটা করার অধিকার কলয়াণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেই। আর তিনি যাঁর বিরুদ্ধে করছেন, তিনিও যে নিরুত্তর, সেটাও স্বাভাবিক, কারণ তাঁরা কেউই সে সময়ে জুনিয়র ডাক্তারদের পাশে ছিলেন না।

শান্তি ফেরাতে 'ব্যর্থ'! মণিপুরের বিজেপি সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার কনরাড সাংমার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মণিপুরের বিজেপি সরকারের থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করল কনরাড সাংমার দল এনপিপি। গত কয়েকদিনে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠছে মণিপুরের পরিস্থিতি। সব মিলিয়ে ৬ জন মেতেইকে অপহরণ করে খুনের অভিযোগ উঠেছে কুকিদের বিরুদ্ধে। এহেন পরিস্থিতিতে সরকারকে দুষেছেন মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী। অন্যদিকে, মণিপুরের পরিস্থিতি ফের অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠার পর নিজের নির্বাচনী প্রচারসভা বাতিল করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ভোটমুখী মহারাষ্ট্রে রবিবার তাঁর চারটি সভা করার কথা ছিল। কিন্তু শনিবার থেকে মণিপুর আরও অশান্ত হওয়ার খবর পেয়েই বিদর্ভের সভাগুলো বাতিল করে দিয়েছেন শাহ। নাগপুর থেকেই তিনি ফিরে গিয়েছেন দিল্লিতে। তার পরেই মণিপুরের নিরাপত্তা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছেন তিনি। ডেকেছেন জরুরি বৈঠকও। সূত্রের খবর, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের আরও একটি জরুরি বৈঠক ডাকা হয়েছে সোমবার দুপুরে। মণিপুরের পরিস্থিতি সামাল দিতে সেখানে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সেদিকে নজর সকলের।

ইতিমধ্যেই মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলের বেশ কয়েকটি এলাকায় জারি হয়েছে কারফিউ। হিংসা থামাতে আগামী দুদিন রাজ্যের অন্তত সাতটি জেলায় বন্ধ থাকবে ইন্টারনেট পরিষেবাও। উল্লেখ্য, জিরিবাম জেলায় ৬ মেতেই নাগরিকের দেহ উদ্ধার ঘিরে নতুন করে আগুন জ্বলছে মণিপুরে। মুখ্যমন্ত্রী এন বিরেন সিংয়ের বাড়িতেও হামলা চালায় উত্তেজিত জনতা।শান্তি রক্ষায় ব্যর্থ বলে বিজেপি সরকারকে তোপ দেগে সমর্থন প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

রবিবার বিকেলে মণিপুরের এক নদী থেকে দুই অপহৃত মেতেইয়ের মুণ্ডহীন দেহ উদ্ধার হয়। ২ বছরের এক শিশু এবং ঠাকুমার দেহ উদ্ধার হয়েছে বলে সূত্রের খবর। তার পরেই জানা যায়, মণিপুরের বিজেপি সরকারের থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করেছে এনপিপি। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাকে চিঠি লিখে এনপিপি প্রধান তথা মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী জানান, “আমরা মনে করি বিরেন সিংয়ের নেতৃত্বাধীন মণিপুর সরকার সমস্যা মিটিয়ে স্বাভাবিক জীবন ফেরাতে ব্যর্থ। তাই বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে বিরেন সিং সরকারের থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করছে এনপিপি।” উল্লেখ্য, বর্তমানে কনরাড সাংমার দলের সাতজন বিধায়ক রয়েছেন মণিপুরের বিধানসভায়।

চন্দননগর মহকুমা হাসপাতালের ছাদ থেকে ঝাঁপ মেরে আত্মঘাতী রোগী। প্রশ্ন ওঠে হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে

হুগলী : নিউজ সারাদিন : চন্দননগর মহকুমা হাসপাতালের ছাদ থেকে ঝাঁপ মেরে আত্মঘাতী রোগী। মৃতের নাম প্রকাশ চন্দ্র বাইন(৪৩)। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার রাতে চন্দননগর হাসপাতালে পেটে ব্যথা রক্তবমির উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন পেশায় গাড়ি চালক প্রকাশ। আদতে মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা প্রকাশ চন্দননগরের মহাডাঙা কলোনীতে থাকতেন গত সাত বছর ধরে।হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য অনুযায়ী, রবিবার মধ্য রাতে হঠাৎই আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন প্রকাশ। নার্সদের টেবিল থেকে একটি কাঁচি নিয়ে অন্য রোগী ও নার্সদের আক্রমণ করতে উদ্যত হন। ফিমেল মেডিসিন ওয়ার্ডে ঢুকে পড়েন। নার্সিং স্টাফদের ঘরের ভিতর দিয়ে গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে যান। তারপর হঠাৎই ঝাঁপ দেন। হাতে কাঁচি নিয়ে এলোপাথাড়ি হামলা করছিলেন, সেই ভয়ে তাঁর ধারে কাছেও কেউ যেতে সাহস পাননি।পড়ে যাওয়ার পর তাঁকে উদ্ধার করে জরুরি বিভাগে চিকিৎসাও করানো হয়। অপারেশন থিয়েটারে ঢোকানোর পর রাত তিনটে নাগাদ মৃত্যু হয় তাঁর। খবর পেয়ে রোগীর পরিবার হসপিটালে পৌছায় এবং পরিবারের হাতে বডি তুলে দেওয়া হয়।হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রোগীর পরিবারের সদস্যরা। খবর পেয়ে সোমবার সকালে হাসপাতালে যান হুগলি জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক মৃগাঙ্ক মৌলি কর। ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেন হাসপাতাল সুপারকে নিয়ে।রুগীর পরিবারের লোক বলেন বাড়িতে আর পুরুষ কেউ নেই, তাই রাতে কেউ ছিল না। যে চলে গেল, তাকে তো আর ফিরে পাব না।হাসপাতাল সুপার সন্তু ঘোষ বলেন,তিনদিন আগে ভর্তি হয়েছিলেন। চিকিৎসা চলছিল। ক্রনিক অ্যালকহলিক রোগী ছিলেন। মদ না খেলে এইরকম আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন। হাতে কাঁচি নিয়ে রোগীদের ভয় দেখিয়ে পালিয়ে ছাদে ওঠেন। হাসপাতালের পিছন দিকে লাফ দেন।

১-ম পাতার পর

নামও আবাস যোজনায়, TMC নেতার বাড়ি দেখে বিস্মিত খোদ জেলাশাসক, ভাগ্য বদলে গেল পাঁচ বছরেই

এমন নোংরা খেলায় নেমেছে বিজেপি। তবে বিজেপির দাবি, এই অভিযোগ মিথ্যা। বিজেপির জেলা সহ সভাপতি দেবব্রত পট্টনায়ক বলেন, "যে যত কাটমানি দেবে, তাঁর তালিকায় অগ্রাধিকার থাকবে। এতদিনে বাড়িটাও তৈরি হয়ে যেত।"কিন্তু, কয়েক বছরে আর্থিক পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে তাঁদের। তাই তৈরি হয়েছে এই বাড়ি।

বাড়িটির মালিকের নাম অভিজিৎ মণ্ডল। তমলুকের গণপতি নগরের পান ব্যবসায়ী তিনি। সম্প্রতি সুপার চেকিং হওয়ার সময় ওই আবাস যোজনার উপভোক্তার বাড়ি দেখে চমকে যান খোদ জেলাশাসক। তড়িঘড়ি তালিকা থেকে নাম সরানোর নির্দেশ দিয়েছেন তমলুকের বিডিও।

তমলুকের জেলাশাসক অফিস থেকে মাত্র ৫০০ মিটার দূরে উত্তর সোনামুই পঞ্চায়েতের গণপতি নগরে বাড়ি অভিজিৎ মণ্ডলের। ২০১৮ সালে সার্ভের ভিত্তিতে তাঁর নাম আবাস তালিকায় যুক্ত হয়। শুধু তালিকায় নাম ছিল তাই নয়, প্রায়োরিটি লিস্টে তাঁর নাম ছিল। সুপার চেকিং-এ গিয়ে জেলার দুই শীর্ষ অফিসারের চক্ষু চড়কগাছ।অভিজিৎ মণ্ডলের স্ত্রী এবং পুত্রবধূ জানান, ২০১৮ সালে তাঁদের অবস্থা এখনকার মতো ছিল না। তাঁরা কুঁড়ে ঘরে বাস করতেন। তাই তাঁরা আবাস যোজনার বাড়ির জন্য আবেদন করেছিলেন। গত বছর এই বাড়ি নির্মাণ হয়েছে। ৬ বছরে অবস্থার উন্নতি হয়েছে তাঁদের, তাই তাঁরা পাকা বাড়ি বানাতে পেরেছেন। পুত্রবধূ বলেন, "সেই সময় ব্যবসা বন্ধ হতে বসেছিল। মুসুর ডাল খাওয়ার মতো ক্ষমতা ছিল না। পরে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে কর্মীরা এলে জানানো হয়েছিল যে বাড়ির আর প্রয়োজন নেই। তারপরও নাম কাটা হয়নি।"

১-ম পাতার পর

জঙ্গলমহলে নিজের গ্রামে ফিরলেন ছত্রধর, মালা পরিয়ে বুকে টেনে নিল তৃণমূল

হয় তাঁকে। অবশেষে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি এলেন নিজের গ্রামে। তবে ফের কি তিনি ফিরবেন রাজনীতিতে?

সরাসরি তার উত্তর মেলেনি। তবে সামাজিকভাবে মানুষের পাশে যে তিনি থাকবেন তার ইঙ্গিত আগেই দিয়েছিলেন ছত্রধর। ছত্রধর জানিয়েছেন, ঝাড়গ্রামে ফিরে আদিবাসী, মূলবাসী মানুষের কাজ করব। এর বেশি এখনও কিছু ভাবনাচিন্তা করিনি। আজ আমি আমার সঙ্গীসাথীদের পাশে পেয়েছি। পরিষ্কার জলের মতো একটা মিথয়া মামলা দিয়ে আটকে রেখেছিল। বিজেপির নাম তিনি করেননি। তবে নিশানায় তারাই। ছত্রধর বলেন, এরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। গণতন্ত্রের মাধয়মে জয়লাভ করতে পারছে না। তার জন্য বিভিন্ন এজেন্সিকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের উপর আক্রমণ শানাচ্ছে।

রাজনীতিতে ফিরছেন? দল দায়িত্ব দিলে কী করবেন?

ছত্রধরের কাছে উত্তরটা খুব পরিস্কার। তিনি বলেন, দল কী দায়িত্ব দেবে সেটা সম্পূর্ণ নেত্রীর উপর নির্ভর করছে। জঙ্গলমহলের মানুষের সুখে দুঃখে থাকব। ছত্রধর মাহাতো। বর্ণময় চরিত্র। ২০০৯ সালের ২৭ অক্টোবর ঝাড়গ্রামের বাঁশতলায় ভুবনেশ্বর থেকে নয়া দিল্লিগামী রাজধানী এক্সপ্রেস আটকেছিল মাওবাদী ও জনসাধারণের কমিটির লোকজন। সেই সময় ছত্রধর ছিলেন জেলে। তার মুক্তির দাবিতে রেলের চাকা বন্ধ করা হয়েছিল। আর সেই মামলায় ছত্রধরকেই অভিযুক্ত করেছিল এনআইএ। এরপর ২০২১ সালে সেই পুরনো মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছিল ছত্রধরকে। দেড় বছর পরে হাইকোর্ট থেকে শর্ত সাপেক্ষে জামিনে মুক্তি পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু গ্রামে ফেরার অনুমতি ছিল না। থাকতেন কলকাতায়। অবশেষে মঙ্গলবার পুরনো মামলায় রেহাই পেলেন ছত্রধর সহ পাঁচ অভিযুক্ত। এরপর ফিরলেন গ্রামে।

এদিকে ছত্রধরের স্ত্রী নিয়তি মাহাতো জেলা মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী। এবার ছত্রধর পার্টির কাজে কতটা সক্রিয় হন সেটাই দেখার। সেটা দেখার অপেক্ষায় জঙ্গলমহলের তৃণমূলও।

১-ম পাতার পর

রাজ্যের ফুল টাইম পুলিশ মন্ত্রী হিসেবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে চাইলেই ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবির

প্রসঙ্গত, লোকসভা নির্বাচনে ইউসুফ পাঠানকে যখন প্রার্থী করা হয়েছিল, তখন বহিরাগত তত্ত্ব খাঁড়া করে সুর চড়িয়েছিলেন হুমায়ুন। সে সময়ে তাঁকে ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে ডেকে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর অভিষেকের বার্তা মেনে নিয়ে তিনিও ইউসুফের হয়ে ভোটপ্রচার করেছিলেন।

ভারত সর্বদাই বিশ্বের সর্বক্ষেত্রে আফ্রিকার কণ্ঠকে সহায়তা দিয়েছে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ নাইজেরিয়ার আবুজাতে তাঁর সম্মানে সেদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। ভারতীয় সম্প্রদায় যেভাবে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন তাতে আনন্দ প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, এই ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব তাঁর কাছে বিশাল সম্পদ।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এটি তাঁর প্রথম নাইজেরিয়া সফর। এই তথ্য দিয়ে সমাবেশে শ্রী মোদী বলেন, তাঁর সঙ্গে রয়েছে কোটি কোটি ভারতবাসীর শুভেচ্ছা। প্রত্যেক ভারতীয় নাইজেরিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয়দের অগ্রগতিতে গর্বিত বলেও তিনি মন্তব্য করেন। তিনি নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রপতি তিনুবু এবং সেখানকার জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। নাইজেরিয়ার সর্বোচ্চ সম্মান তাঁকে প্রদান করার জন্য তিনি নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রপতি ও সেদেশের জনগণকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, এই সম্মান কোটি কোটি ভারতবাসীর।

প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি তিনুবু-র সঙ্গে তাঁর আলোচনার কথা উল্লেখ করেন। নাইজেরিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয়দের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, সেদেশে বসবাসকারী ভারতীয়রা তাঁদের কাজের মাধ্যমে দেশকে গর্বিত করেছেন। শ্রী মোদী বলেন, কোনো শিশু তাঁর জীবনে উন্নতি করলে তার পিতা-মাতা যেমন আনন্দিত হন, তিনিও ভারতীয়দের সাফল্যে একই রকম আনন্দ ও গর্ব অনুভব করছেন। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, নাইজেরিয়ায় ৪০-৬০ বছর বয়সী অনেক ভারতীয় রয়েছেন যাঁরা একদা ভারতীয় শিক্ষকদের শিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন। তিনি বলেন, নাইজেরিয়ায় অনেক ভারতীয় চিকিৎসকও নিঃস্বার্থভাবে সেবা প্রদান করছেন। শ্রী মোদী আরও বলেন, অনেক ভারতীয় ব্যবসায়ীরা নাইজেরিয়ায় তাঁদের বাণিজ্যের মাধ্যমে সেদেশের উন্নয়ন যাত্রায় কার্যকর ভূমিকা পালন করছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার আগে শ্রী কিষাণচাঁদ ঝেলারাম জি নাইজেরিয়া যান এবং সেখানে ব্যবসা শুরু করেন। এরপর তিনি নাইজেরিয়ার অন্যতম বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠেন। বর্তমানে অনেক ভারতীয় কোম্পানী নাইজেরিয়ার অর্থনীতিতে অবদান রাখছে বলেও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, তুলসী চন্দ্র ফাউন্ডেশন অনেক নাইজেরীয়বাসীর জীবনে আলোকবর্তিকা হয়ে উঠেছে। নাইজেরিয়ার উন্নয়নে ভারতীয় সম্প্রদায় যেভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে চলেছে প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রশংসা করেন। ভারতীয়রা কখনই সকলের উন্নয়নের নীতি ভুলতে পারে না এবং সমগ্র বিশ্বকেই এক পরিবার ভেবে বসবাস করেন। ভারতীয়রা নিজেদের সংস্কৃতি সম্পর্কে যে সম্মান অর্জন করেছেন তা সর্বত্র প্রতিফলিত হয়। নাইজেরিয়ার জনগণের মধ্যে যোগ ব্যায়াম ক্রমাগত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। নাইজেরিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয়দের নিয়মিত যোগাভ্যাস করার আবেদন জানান প্রধানমন্ত্রী। নাইজেরিয়ার জাতীয় টেলিভিশন চ্যানেলে যোগ ব্যায়ামের ওপর সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান হয় বলেও উল্লেখ করেন শ্রী মোদী। নাইজেরিয়া হিন্দি এবং অন্যান্য ভারতীয় চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তাও ক্রমশ বাড়ছে বলে জানান তিনি।

গান্ধীজি আফ্রিকায় বেশ কিছুটা সময় কাটিয়েছেন এই বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত এবং নাইজেরিয়া উভয় দেশের জনগণই তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় কাটানো জীবনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বর্তমানে ভারত এবং নাইজেরিয়া উভয় দেশই দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। শ্রী মোদী বলেন, "ভারত গণতন্ত্রের ধাতৃভূমি। অন্যদিকে নাইজেরিয়া হল, আফ্রিকার বৃহত্তম গণতন্ত্র।" তিনি বলেন, উভয় দেশ নিজেদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং বৈচির্ত্যের ওপর নির্ভর করে এগিয়ে চলেছে। নাইজেরিয়ায় মন্দির নির্মাণে সহায়তা করার জন্য ভারতীয়দের তরফে নাইজেরীয় সরকারকে তিনি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন বলেও প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বের কাছে ভারত অন্যতম আলোচ্য বিষয় বলে উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারত নানা সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে দিন কাটিয়েছে। প্রত্যেক ভারতীয় চন্দ্রযান, মঙ্গলযান এবং ভারতে তৈরি যুদ্ধ বিমানের মতো সাফল্যগুলিতে গর্ববোধ করে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। শ্রী মোদী বলেন, "ভারত মহাকাশ থেকে ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্র, ডিজিটাল প্রযুক্তি থেকে স্বাস্থ্য পরিষেবা সর্বক্ষেত্রেই বিশ্বশক্তির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পাল্লা দিচ্ছে।" স্বাধীনতার ৬ দশক পর ভারত ১ লক্ষ কোটি টাকার সীমা অতিক্রম করেছে বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত বর্তমানে বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। তিনি আশাপ্রকাশ করে বলেন যে ভারত সমগ্র বিশ্বের মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হয়ে উঠবে খুব শীঘ্রই। শ্রী মোদী বলেন, ভারতীয়রা বর্তমানে সর্বক্ষেত্রেই উন্নতি করে চলেছে। স্টার্টআপ ইকো সিস্টেম দেড় লক্ষের বেশি সীমা অতিক্রম করেছে। নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে ভারতীয় যুবকরা যে কঠিন পরিশ্রম করে চলেছেন এটিই তার সরাসরি ফলাফল। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "বিগত ১০ বছরে ভারতে ১০০-র বেশি ইউনিকর্ন গড়ে উঠেছে।"

পরিষেবা ক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য ভারত বিশেষভাবে পরিচিত বলে উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রকে উজ্জীবিত করতে এবং ভারতকে বিশ্বমানের ম্যানুফ্যাকচারিং হাব হিসেবে গড়ে তুলতে ভারত সরকারও যথাসাধ্য কাজ করে চলেছে। এর অন্যতম প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই মোবাইল ফোন নির্মাণের ক্ষেত্রে। ভারত বর্তমানে বিশ্বের মধ্যে অন্যতম বৃহত্তম মোবাইল ফোন নির্মাতা দেশ। ইতিমধ্যেই ভারতে ৩০ কোটির বেশি মোবাইল ফোন তৈরি হয়েছে। ভারতে গত দশকে মোবাইল ফোন রপ্তানির পরিমান ৭৫ গুণ বেড়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। শ্রী মোদী প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বিগত শতকে ভারতের সাফল্যের কথা উল্লেখ করে বলেন, এক্ষেত্রেও রপ্তানির পরিমান ৩০ গুণ বেড়েছে। ভারত বর্তমানে ১০০-র বেশি দেশে প্রতিরক্ষা সামগ্রী রপ্তানি করে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের মহাকাশ ক্ষেত্রের কাজ সমগ্র বিশ্বে প্রশংসিত। ভারত নিজের গগণযানের মাধ্যমেই ভারতীয় মহকাশচারীকে মহাকাশে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে তিনি জানান। ভারত, মহাকাশে স্পেশ স্টেশন গড়ে তুলতে চলেছে বলেও তিনি জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত বর্তমানে নিজের স্বচ্ছন্দ্য পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে উদ্ভাবন এবং নতুন নতুন সুযোগ সন্ধানে নিয়োজিত। বিগত ২০ বছরে দেশে ২৫ কোটি জনগণকে দারিদ্র সীমার ওপরে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে বলেও তিনি জানান। এত বিপুল সংখ্যক মানুষকে দারিদ্র মুক্ত করা সমগ্র বিশ্বের কাছে এক বিশেষ নজির তৈরি হয়েছে। প্রত্যেক দেশ এখন মনে করে ভারত যদি একাজ করতে পারে তাহলে তারাও তা করতে পারবে। শ্রী মোদী বলেন, ভারত বর্তমানে উন্নত দেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে নতুন যাত্রা পথে এগিয়ে চলেছে। ২০৪৭ সালের মধ্যে উন্নত ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্য পূরণে প্রত্যেক ভারতবাসী কাজ করছে বলে তিনি আস্থা প্রকাশ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, উন্নয়ন, শান্তি, সমৃদ্ধি বা গণতন্ত্র যাই হোক না কেন সব ক্ষেত্রেই ভারত সমগ্র বিশ্বের কাছে এক নতুন আশা হয়ে উঠেছে। নাইজেরিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয়রাও যখন নিজেদের ভারতবাসী হিসেবে পরিচয় দেন তখন যে সম্মান পান, সে প্রসঙ্গটিও উত্থাপন করেন শ্রী মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বের যে কোনো প্রান্তেই যখন কোনো সমস্যা দেখা দেয়, বিশ্বভ্রাতা হিসেবে সর্বপ্রথম সেই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসে। করোনা অতিমারীর সময় সমগ্র বিশ্বে যে হাহাকার তৈরি হয়েছিল, প্রতিটি দেশ সঙ্কটের ওই প্রহরে টিকা নিয়ে যে চিন্তা করছিল, তার সমাধানেও ভারত এগিয়ে আসে। যত বেশি সম্ভব দেশকে টিকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ভারত। শ্রী মোদী বলেন, হাজার হাজার বছর ধরে এটিই আমাদের সংস্কার এবং আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি আমাদের এই শিক্ষাই দেয়। ভারত করোনা অতিমারীর সময় বিপুল সংখ্যক টিকা তৈরি করে দেড়শোটিরও বেশি দেশে তা সরবরাহ করেছে বলে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ভারতের এই প্রচেষ্টায় হাজার হাজার মানুষের জীবন রক্ষা পেয়েছে। নাইজেরিয়া সহ আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের জনগণও ভারতের এই প্রচেষ্টায় উপকৃত হয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমানে ভারতের বিশ্বাস, "সবকা সাথ, সবকা বিকাশ" বা সকলের সঙ্গে সকলের উন্নয়ন। আফ্রিকার অন্যতম উন্নয়নের আধার হিসেবে নাইজেরিয়ার কথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, বিগত ৫ বছরে আফ্রিকায় ১৮টি নতুন দূতাবাস খোলা হয়েছে। বিগত বছরে ভারত বিশ্বের আঙিনায় আফ্রিকার কণ্ঠ প্রকাশে সম্ভাব্য সব রকম চেষ্টা চালিয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। প্রথমবারের মতো ভারতের সভাপতিত্ব জি২০ বৈঠকের কথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, আফ্রিকান ইউনিয়নকে স্থায়ি সদস্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে ভারত সব রকম চেষ্টা চালিয়েছে। জি২০-র প্রত্যেক সদস্য দেশ ভারত এবং নাইজেরিয়া পদক্ষেপকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে। ভারতের আমন্ত্রণে এক নতুন ইতিহাস প্রত্যক্ষ করেছে সমগ্র বিশ্ব। প্রধানমন্ত্রী আগামী বছর

এরপর ৪ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ৩১১ সংখ্যা ১৯ নভেম্বর, ২০২৪ মঙ্গলবার ০৩ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

বেলডাঙার সংঘর্ষে কোনও প্রাণহানি হয়নি, ধৃত ১৭, 'গুজব ছড়ালেই.', হুঁশিয়ারি পুলিশের

সংঘর্ষের ঘটনায় ইতিমধ্যে ১৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এমনই দাবি করল পুলিশ। রবিবার পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের তরফে বলা হয়েছে, 'মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় গত রাতে যে ঘটনা ঘটেছে, তা নিয়ে কয়েকটি অংশের তরফে ভুয়ো তথ্য এবং গুজব ছড়ানোর যে বিদ্বেষপূর্ণ প্রচেষ্টা চলছে, সেটা নিন্দনীয়। (গত রাতে) বেলডাঙায় দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছিল।তারইমধ্যে রবিবার বেলডাঙায় কার্তিক পুজোর শোভাযাত্রায় যোগ দিতে আসেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। তাঁকে অবশ্য সেখানে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে আহতদের স্বাস্থ্যের খবর দিতে হাসপাতালে আসেন প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি তথা বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ অধীর চৌধুরী। তিনি বলেন, 'সঠিক পদক্ষেপ করেছে প্রশাসন। আমরা সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করছি। ঐক্য বজায় রাখার জন্য আমি সকলের কাছে আর্জি জানাচ্ছি। কয়েকশো বছর ধরে সব মানুষ মুর্শিদাবাদে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করছেন।'

যেখানে সেই ঘটনা ঘটেছে, সেখানকার কমিটির সভাপতি এবং সম্পাদককে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁদের পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। ১৭ জনকে গ্রেফতার করে ভাঙচুর এবং হিংসার ঘটনায় পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ করেছে।'

সেইসঙ্গে পুলিশের তরফে বলা হয়েছে, 'জেলার কোথাও কোনও প্রাণহানি হয়নি। ছয়জন আহত হয়েছেন এবং তাঁদের উপযুক্ত চিকিৎসা হচ্ছে। যাঁরা আহত হয়েছেন, তাঁদের সকলের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল আছে। (পুরো পরিস্থিতির উপরে) পুলিশ কড়া নজর রেখেছে। শান্তি বিঘ্নিত করতে যাচাই না করেই সোশ্যাল মিডিয়ায় যে তথ্য এবং পরিসংখ্যান ছড়ানো হচ্ছে, তাতে দয়া করে কান দেবেন না। যারা আইন ভেঙেছে এবং যারা গুজব ছড়াচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ করা হবে।'পুলিশের তরফে দাবি করা হয়েছে যে রবিবার বেলডাঙার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে। এখন পরিস্থিতি আয়ত্তের মধ্যে আছে। শনিবার রাতে সেখানে দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছিল। ভাঙচুর চালানো হয় বাড়ি এবং দোকানে ধরিয়ে দেওয়া হয় আগুন। নাম গোপন রাখার শর্তে এক পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন, শনিবার রাত ৮ টা ৩০ মিনিট নাগাদ সেই সংঘর্ষ শুরু হয়। বিক্ষোভের জেরে ট্রেনও আটকে যায় বলে দাবি করা হয়েছে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়। রবিবার নতুন করে কোনও সংঘর্ষের খবর মেলেনি। নাম গোপন রাখার শর্তে এক পুলিশ আধিকারিক বলেছেন, 'যে পুলিশ অফিসাররা আগে বেলডাঙা এলাকায় দায়িত্বে ছিলেন, তাঁদের সকলকে আপাতত ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তাঁরা এখন যেখানে দায়িত্বে ছিলেন, সেখান থেকে সাময়িকভাবে ফিরিয়ে আনা হয়েছে বেলডাঙায়।'

মাতৃ স্বপ্নাদেশে তৈরি হয়েছিল আদ্যাপীঠ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(ষষ্ঠ পর্ব)

সুস্পষ্ট পথ।

কালী (আদ্য মা রূপে) এবং রাধা-কৃষ্ণের উপাসনাকে একত্রিত করে একটি একক মন্দির পাওয়া সত্যিই অস্বাভাবিক, যা সাধারণত হিন্দুদের দুটি ভিন্ন সম্প্রদায়ের দ্বারা উপাসনা করা হয়। আবার, তবে, আদ্যপীঠ মন্দিরটি সম্প্রদায় বা ধর্মের সীমানা মুছে দেয়, প্রকাশ করে যে ঈশ্বর এক।

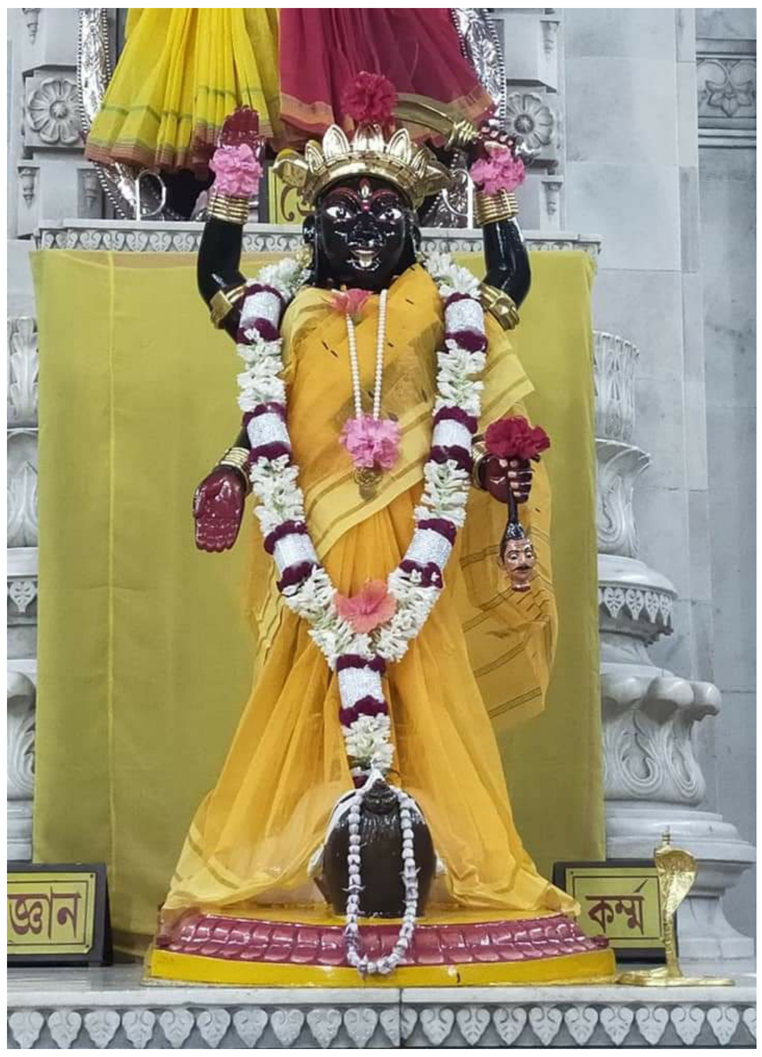

মন্দিরটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে যখনই দরজা খোলা হয় তখন বেদীটি সম্পূর্ণরূপে দৃশ্যমান হয়। হাজার হাজার তীর্থযাত্রী এবং দর্শনার্থী প্রতিদিন উপাসনা, প্রার্থনা, দর্শনের অভিজ্ঞতা এবং প্রসাদ গ্রহণের জন্য একত্রিত হন। নিকটবর্তী নাটমন্দিরে (মিউজিক হল) প্রতিদিন ধর্মীয় গান ও বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়। আদ্যপীঠকে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই নয়, সীমান্তের বাইরেও পবিত্রতম স্থানগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। প্রতিদিনের পূজা

প্রতিদিনের পূজা সনাতন পদ্ধতিতে করা হয়। মূর্তিদের স্নেহের সাথে স্নান করানো হয় এবং পোশাক পরানো হয়, তারপর ফুল, চন্দন পেস্ট, ধূপ এবং খাবার দেওয়া হয়। অন্নদা ঠাকুরকে স্বপ্নে শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বারা অন্নদা ঠাকুরের নির্দেশিত খাবারের প্রকার ও পরিমাণ নির্দেশ করা হয়েছিল এবং এই নির্দেশগুলি আজও কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়। যেহেতু মন্দিরটি ভিতরেই ছোট, তাই মন্দিরের বেদীর সম্পূর্ণ দৃশ্যে একটি পৃথক ভবন, নিকটবর্তী ভোগ ঘরে খাবারের নৈবেদ্য তৈরি করা হয়। এইভাবে নিবেদিত হয়ে আশীর্বাদপ্রাপ্ত খাবারটি

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

ড: মনসুখ মান্ডবিয়া 'বিকশিত ভারত ইয়াং লিডার্স ডায়ালগ', একটি নবরূপে জাতীয় যুব উৎসব ২০২৫-এর ঘোষণা করেছেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নতুন দিল্লিতে আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক এবং ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রী মনসুখ মান্ডবিয়া একটি রূপান্তরকারী নবরূপের জাতীয় যুব উৎসব ২০২৫-এর ঘোষণা করেছেন। ভবিষ্যত ভারত নির্মাণে যুব সমাজের আরও বেশি করে অংশগ্রহণে প্রধানমন্ত্রীর ভাবনা পুনরায় তুলে ধরেছেন তিনি। নবরূপের এই উৎসবকে বলা হবে 'বিকশিত ভারত ইয়াং লিডার্স ডায়ালগ'। এই প্রাণবন্ত মঞ্চটি তরুণ ভারতীয়দের বিকশিত ভারতের ভাবনা পূরণে তাঁদের ধারণা এবং পরিপ্রেক্ষিত দেওয়ার ক্ষমতা দেবে।

বিকশিত ভারত ইয়াং লিডার্স ডায়ালগের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড: মনসুখ মান্ডবিয়া বলেন, 'এই উৎসবের লক্ষ্য, তরুণ প্রতিভাকে চিহ্নিত করে লালন করা, বিকশিত ভারতের জন্য তাদের ভাবনা-চিন্তা ভাগ করে নেওয়ার মঞ্চ দেওয়া। তরুণদের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে যে তাঁরা সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে পারবেন এবং ভবিষ্যত ভারতের জন্য তাঁদের চিন্তা-ভাবনা উপস্থাপন করতে পারবেন। যার মাধ্যমে রাজনীতি ও সমাজ জীবনে যুব সমাজের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে।'

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

চারটি হস্তি শুড় দ্বারা অমৃতপূর্ণ স্বর্ণ-কলস তুলে অমৃতবর্ষণ করে তাঁর অভিষেক করছে। তিনি ডানদিকের উপরের হস্তে পদ্ম ও নিচের হস্তে বরমুদ্রা এবং বামদিকের উপরের হস্তে পদ্ম ও নিচের হস্তে অভয়মুদ্রা ধারণ করেছেন। তাঁর মস্তকে রত্নমুকুট, পরিধানে পট্টবস্ত্র এবং তিনি পদ্মে উপবিষ্টা আছেন।চণ্ডীতে যে মহালক্ষ্মীর উল্লেখ আছে- তিনি অষ্টাদশ ভূজা। তিনি অষ্টাদশ হস্তে অক্ষমালা, পরশু, গদা, বাণ, বজ্র, পদ্ম, ধনু, কমণ্ডলু, দণ্ড, শক্তি, অসি, ঢাল, ঘণ্টা, শঙ্খ, সুরাপাত্র, শূল, পাশ ও সুদর্শন চক্র ধরে আছেন। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ডিজিটাল ক্ষমতায়নের মাধ্যমে অবসরপ্রাপ্তদের সহজ জীবন-যাপন : ডিএলসি অভিযান ৩.০ দ্বিতীয় সপ্তাহে মাইলফলক অর্জন করেছে

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : অবসরপ্রাপ্তদের ডিজিটাল ক্ষমতায়নের জন্য জীবন প্রমাণ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাবনা। সংশ্লিষ্ট সব পক্ষ অবসর ভাতা প্রদাতা ব্যাঙ্ক, অবসর ভাতা ও অবসরপ্রাপ্তদের কল্যাণ দফতর, কন্ট্রোলার জেনারেল অফ ডিফেন্স অ্যাকাউন্টস, রেলমন্ত্রক, টেলিকম দফতর, ডাক বিভাগ, আইআইপিবি, ইউআইডিএআই এবং পেনশনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনস সরকারের সঙ্গে মিলে অবসরপ্রাপ্তদের ডিজিটাল ক্ষমতায়নের ভাবনাকে সফল করতে একযোগে কাজ করছে। অবসর ভাতা ও অবসরপ্রাপ্ত কল্যাণ দফতর অবসরপ্রাপ্তদের ডিজিটাল ক্ষমতায়নের জন্যে ৬ নভেম্বর, ২০২৪এ নতুন দিল্লির ন্যাশনাল মিডিয়া সেন্টারে দেশজুড়ে ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট অভিযান ৩.০ শুরু করে। ভারতের ৮০০টি ছোট-বড় শহরে ডিএলসি অভিযান ৩.০ চলবে ১লা নভেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত। ১লা নভেম্বর থেকে ১৭ নভেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত ৮০০টি শহরে ও জেলায় ১৫৭৫টি শিবিরের আয়োজন করা হয়। দেশজুড়ে ১.৮ লক্ষ ডাকহরকরা বহাল করা হয়। এই অভিযানে অবসরভাতা ও অবসরপ্রাপ্ত কল্যাণ দফতর ডিএলসি ফেস অথেনটিকেশন প্রযুক্তি বিষয়ে সকল অবসরপ্রাপ্তদের সচেতনতা গড়ে তোলার সর্বতো চেষ্টা চালাচ্ছে। এরজন্য সকল ব্যাঙ্কের শাখা/এটিএম এবং কার্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ব্যানার ও পোস্টার লাগানো হয়েছে। সবকটি ব্যাঙ্ক তাদের শাখায় নির্দিষ্ট কর্মী রেখেছেন, যাদের স্মার্ট ফোনে প্রয়োজনীয় অ্যাপ ডাউনলোড করা আছে। তার মাধ্যমে অবসরপ্রাপ্তদের লাইফ সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার কাজে সাহায্য করা হচ্ছে। কোনও কারণে কোনও অবসরপ্রাপ্ত কর্মী যদি ব্যাঙ্কে যেতে সক্ষম না হন তাহলে ব্যাঙ্কের আধিকারিকরা তাদের বাড়িতে বা হাসপাতালে ভর্তি থাকলে সেখানে যাচ্ছেন। এই অভিযানে পূর্ণ সহযোগিতা করছে পেনশনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনস। তাদের প্রতিনিধিরা অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের নিকটস্থ শিবিরে গিয়ে তাদের ডিএলসি জমা দিতে উৎসাহ দিচ্ছেন। অবসরভাতা ও অবসরপ্রাপ্ত কল্যাণ দফতরের আধিকারিকরা সারাদেশে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করছেন অবসরপ্রাপ্তদের বিভিন্ন ডিজিটাল মাধ্যমে লাইফ সার্টিফিকেট জমা দিতে সাহায্য করতে এবং কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে। এরফলে ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট (ডিএলসি) ৩.০ অভিযান দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটিয়েছে। দেশজুড়ে অবসরপ্রাপ্তদের সুবিধার জন্য উদ্দেশ্যটি সফল করতে উল্লেখযোগ্য মাইলফলক অর্জন করেছে। দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষপর্যন্ত ৭৭ লক্ষের বেশি ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট তৈরি হয়েছে। এরমধ্যে ৯০ বছরের বেশি অবসরপ্রাপ্তের সংখ্যা ১,৭৭,১৫৩ এবং ৮০ থেকে ৯০ বছর বয়সীদের সংখ্যা ১৭,২১২। তাঁরা নিজেদের সুবিধা মতো বাড়ি কিংবা শিবির কিংবা দফতর ও ব্যাঙ্কের শাখায় তাঁদের জীবন প্রমাণ পত্র জমা দিয়েছেন।

৩ পাতার পর

ভারত সর্বদাই বিশ্বের সর্বক্ষেত্রে আফ্রিকার কণ্ঠকে সহায়তা দিয়েছে : প্রধানমন্ত্রী

৩ পাতার পর

জানুয়ারিতে প্রত্যেককে ভারত ভ্রমণের বিশেষ আমন্ত্রণ জানান। জানুয়ারি মাসে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন হবে। ২৬ জানুয়ারি রয়েছে সাধারণতন্ত্র দিবস উদযাপন এবং ওড়িশায় প্রভু জগন্নাথ জির চরণে জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আয়োজন হবে প্রবাসী ভারতীয় দিবসের।১৩ জানুয়ারি থেকে ২৬ ফেব্রুয়ার ৪৫ দিন ব্যাপি প্রয়াগরাজে যে মহাকুম্ভ হবে, প্রধানমন্ত্রী সে কথাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ভারতে আসার নানা কারণ রয়েছে। নাইজেরিয়ার বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে প্রবাসী ভারতীয়দের ওই সময়ে দেশে ভ্রমণে আসার আমন্ত্রণ জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, অযোধ্যায় ৫০০ বছর পর ভগবান শ্রী রামের সুবিশাল মন্দির নির্মিত হয়েছে। প্রবাসী ভারতীয়দের তাঁদের সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে এই মন্দিরও ঘুরে দেখা উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, প্রথমে এনআরআই দিবস, তারপর মহাকুম্ভ এবং শেষে রয়েছে সাধারণতন্ত্র দিবস। এ ধরণের ত্রিবেণী উৎসব ভারতের উন্নয়ন ও ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার মহা সুযোগ তৈরি করে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

বক্তব্যের শেষে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রবাসী ভারতীয়রা নিশ্চয় এর আগে বহুবার ভারতে এসেছেন। তবে তাঁদের এবারের এই সফর আজীবন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রধানমন্ত্রী আবারও প্রত্যেককে তাঁদের উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং উষ্ণ অভ্যর্থনার জন্য ধন্যবাদ জানান।

সিনেমার খবর

cinema TV

'তুমি আমার বোনের মতো' বলে তামান্নাকে প্রত্যাখ্যান, কে সেই ছেলে?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : এই মুহূর্তে অভিনেতা বিজয় বার্মার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে রয়েছেন অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়া। প্রেম নিয়ে লুকোছাপা করেননি তারা। অচিরেই জানিয়ে দিয়েছেন সম্পর্কে আছেন। ভারতের দক্ষিণী সিনেমায় তো বটেই, ভারত জুড়েই তামান্নার ভক্তের সংখ্যা নেহাত কম নয়। জানেন কি, এই তামান্নাকেই হতে হয়েছিল প্রত্যাখ্যাত! প্রেম নিবেদন করেছিলেন এক বুক আশা নিয়ে। তবে পাল্টা শুনতে হয়েছিল, 'ধুর, তুমি তো আমার বোনের মতো'। কে সেই ছেলে? এক সাক্ষাৎকারে নিজেই জানিয়েছেন তামান্না।

সেই সময় পঞ্চম শ্রেণিতে পড়েন অভিনেত্রী। তামান্না বলেন, ছেলেটি ছিল আমার এক কাছের বন্ধুর দাদা। ভীষণ ভালো লাগত তাকে। তবে, সেই কথা জানাতেই আমাকে সাফ জানিয়ে দিল, আমি নাকি তার বোনের মতো।

এ তো গেল ছোটবেলায় এক অসমাপ্ত প্রেমের মিষ্টি আখ্যান, তবে বিজয়ের আগে আরও দুইবার প্রেম এসেছিল তামান্নার জীবনে। তবে তা পূর্ণতা পায়নি। তামান্নার কথায়, দু'বার মনে ভেঙেছিল। প্রথমটি ভাঙে কারণ, সেই সময় আমি খুব ছোট। ওই একটি মানুষের জন্য অনেক কিছু ত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আর এরপর যার সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে যায়, তার সঙ্গে থাকতে গিয়ে মনে হয়েছিল, ইনি বোধহয় আমার জন্য সঠিক নয়।

তবে, এই মুহূর্তে জীবনে ভালোবাসা খুঁজে পেয়েছেন তামান্না। প্রকাশ্যেই বিজয়ের হাত ধরে নানা পার্টি, অনুষ্ঠানে ঘুরতে দেখা গেছে তাকে। খুব শিগগিরই হয়ত বিয়ে করবেন তারা, টলিপাড়ার গুঞ্জন বলছে এমনটাই।

কপিলের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, জানালেন সালমান

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : জনপ্রিয় কমেডি অনুষ্ঠান 'কপিল শর্মা শো'-এ রবীন্দ্রসংগীতকে ব্যঙ্গ করা ইস্যুতে তোলপাড় বিনোদন জগৎ।

'একলা চলো'র মতো গভীর ও জনপ্রিয় রবীন্দ্রসংগীতকে ব্যঙ্গ করার অভিযোগ উঠেছে কপিলের শোয়ের বিরুদ্ধে। বিতর্কের নেপথ্যে মূল কাণ্ডারি ক্রুষ্ণা অভিষেক 'দায়সারা' ক্ষমা চাইলেও নেটিজেনরা থেমে যাননি। উপরন্তু আইনি বিপাকে পড়তে হয়েছে কপিল শর্মা এবং তার শো 'দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল শো'কে। নাম জড়িয়েছে সালমান খানেরও। একেই লাগাতার প্রাণনাশের হুমকি, তার মাঝেই রবীন্দ্রনাথকে অবমাননা বিতর্কে নাম জড়ানো, পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে যে শেষমেশ মুখ খুলতে বাধ্য হলো সালমানের টিম।

বেশ কিছু সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হয়েছিল যে, 'দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল শো' সালমান খানের প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে জড়িত। কারও দাবি ছিল, সালমানের প্রযোজনায় তৈরি হয় এই শো।

এবার বঙ্গবাসী মহাসভা ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আইনি নোটিস পাঠাতেই নড়েচড়ে বসল সালমানের টিম। শোনা গেছে, ভাইজানের প্রযোজনা সংস্থাতেও নাকি একটি আইনি চিঠি গিয়েছে। সেকথা রটতেই সালমান খানের টিম মুখ খুলল।

গতকাল বুধবার বলিউড সুপারস্টারের পক্ষ থেকে এক বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। সেখানেই সাফ জানানো হয়েছে, "তিনি বা তার প্রযোজনা সংস্থা 'দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল শো'য়ের সঙ্গে যুক্ত নন।"

এর আগে টলিপর্দায় যখন এই শো দেখা যেত, তখন সালমানের প্রযোজনা সংস্থার ব্যানারে তৈরি হত। কিন্তু বর্তমানে তা নেটফ্লিক্সের অধীনে। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অবমাননার অভিযোগে তার নাম জড়াতেই সালমান খানের টিমের পক্ষ থেকে জবাব এলো।

সম্প্রতি 'দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল শো'তে কৌতুক করার সময় রবীন্দ্রনাথের লেখা 'একলা চলো রে' গানটি নিয়ে অশালীন ঠাট্টা করা হয়। যে কৌতুকে হেসে গড়িয়ে পড়তে দেখা যায় খ্যাতনামা অভিনেত্রী কাজলকেও। সেই পর্বটি দেখে বিরক্ত হন কবি শ্রীজত বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে এ ধরনের ঠাট্টা করার জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার দাবিও জানান তিনি। প্রয়োজনে আইনি পদক্ষের নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন তিনি। শ্রীজাতকে সমর্থন করেন পরিচালক-সুরকার ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্তসহ আরও অনেকেই। যদিও আইনি পদক্ষেপ এখনও তিনি শুরু করেননি বলে জানিয়েছেন।

করণের যে 'আচরণে' আমিরের সামনে অঝোরে কেঁদেছিলেন রানি

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : পরিচালক করণ জোহার যে এমনটা করবেন সে কথা কখনও ভাবতে পারেননি রানি মুখার্জী। ইন্ডাস্ট্রিতে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে পরিচিত তারা। কিন্তু ২০০৪ সালে এমন একটি কাজ করেছিলেন করণ, যা আশাও করেননি রানি। বিষয়টি জানতে পেরে আমির খানের সামনে কেঁদে ভাসিয়েছিলেন তিনি। কফি উইথ করণের মঞ্চে এসে সে কথাই বলে ফেলেন এই অভিনেত্রী। ২০০৪ সালে 'কাল হো না হো' সিনেমা নির্মাণ করেছিলেন করণ। যে সিনেমায় মুখ্য চরিত্রে দেখা গিয়েছিল প্রীতি জিন্টা, শাহরুখ খান ও সাইফ আলী খানকে। প্রথমে প্রীতির চরিত্রে অভিনয়ের জন্য

কারিনাকে ভেবেছিলেন পরিচালক। কিন্তু তাকে ফিরিয়ে দেন কারিনা। তার পরেই প্রীতিকে অফার দেন করণ। কিন্তু এই পুরো বিষয় সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না রানির। পরে অন্য কারো থেকে জানতে পারেন যে, করণ এমন একটি সিনেমা বানাচ্ছেন। তখন খুবই খারাপ লেগেছিল তার। নিজেকে সামলাতে না পেরে আমিরের সামনে কেঁদে ফেলেন রানি।

প্রীতি ওই চরিত্র অভিনয় করেছেন বলে রানি দুঃখ পেয়েছিলেন এমনটা একেবারেই নয়। তার অভিমান হওয়ার কারণটা ছিল অন্য। নির্মাতা করণের মাধ্যমেই প্রথম সাফল্যের স্বাদ পান রানি। সেই সূত্রে করণ তার খুবই কাছের বন্ধু। তাই বন্ধু সিনেমা বানাচ্ছেন, এদিকে তিনি কিছুই জানেন না। সেটি ভেবেই খুব দুঃখ পেয়েছিলেন অভিনেত্রী। রানি জানিয়েছিলেন, করণের কাছ থেকে এই ব্যবহার আশা করেননি। সেই দুঃখই আমিরের কাছে প্রকাশ করেছিলেন তিনি।

সামান্থার জায়গায় শ্রীলীলা, কত টাকা পেলেন আইটেম গানের জন্য?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের দক্ষিণী অভিনেতা আল্লু অর্জুন ও অভিনেত্রী রাশমিকা মান্দানা অভিনীত বহুল প্রতীক্ষিত সিনেমা 'পুষ্পা টু'। সুকুমার পরিচালিত এ সিনেমার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ আইটেম গান।

সিনেমাটির দ্বিতীয় পার্টের গানে পারফর্ম করতে দেখা যাবে শ্রীলীলাকে। ইতোমধ্যেই গানটিতে তার লুক প্রকাশ্যে এসেছে। তারপর থেকে ভূয়সী প্রশংসা কুড়াচ্ছেন শ্রীলীলা। কিন্তু গানটিতে নাচতে কত টাকা নিয়েছেন এই অভিনেত্রী?

সিয়াসাত ডটকম এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, 'পুষ্পা টু' সিনেমার আইটেম গানে পারফর্ম করতে ২ কোটি টাকা পারিশ্রমিক নিয়েছেন শ্রীলীলা।

'পুষ্পা: দ্য রাইজ' বা 'পুষ্পা' সিনেমায় প্রথমবারের মতো আইটেম গানে পারফর্ম করেন সামান্থা রুথ প্রভু। ২০২১ সালের ১০ ডিসেম্বর আইটেম গানটির একটি লিরিক্যাল ভিডিও ইউটিউবে মুক্তি পায়। 'ও আন্তাভা, ও ও আন্তাভা' শিরোনামের এই গান মুহূর্তের মধ্যেই আলোচনায় চলে এসেছিল।

শুধু তাই নয়, সামান্থার এই আইটেম গান বিশ্বের সেরা ১০০ মিউজিক ভিডিওর তালিকায় সবার ওপরে জায়গা করে নেয়। এতে পারফর্ম করার জন্য সামান্থা নিয়েছিলেন ৫ কোটি রুপি।

'পুষ্পা টু' সিনেমার দ্বিতীয় পার্টের আইটেম গানে পারফর্মের জন্য সামান্থাকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা ফিরিয়ে দেন এ অভিনেত্রী। এরপর বেশ কয়েকজন ভারতীয় নায়িকার নাম আলোচনায় উঠে আসে।

কিন্তু গেল ৮ নভেম্বর ফাঁস হয় 'পুষ্পা টু' সিনেমার আইটেম গানের স্থিরচিত্র; তাতে শ্রীলীলাকে দেখা যায়। এর কয়েক দিন পর প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান মিথরি মুভি মেকার্স নিশ্চিত করা হয়, আইটেম গানে দেখা যাবে শ্রীলীলাকে।

২০০১ সালের ১৪ জুলাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে জন্মগ্রহণ করেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত শ্রীলীলা। সেখানে চিকিৎসা বিজ্ঞানে পড়াশোনা করেন তিনি। ২০১৯ সালে ওকিস্থ সিনেমার মাধ্যমে বড় পর্দায় পা রাখেন। তবে ২০২১ সালে 'পেলি সানড়া ডি' সিনেমায় অভিনয় করে দর্শকের নজর কাড়েন এই অভিনেত্রী।

এদিকে, প্রথম পার্টের মতো দ্বিতীয় পার্টে জুটি বেঁধে অভিনয় করছেন আল্লু অর্জুন-রাশমিকা। 'পুষ্পা' সিনেমায় এসপি ভানুয়ার সিং শেখওয়াত চরিত্রে অভিনয় করেন ভারতের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেতা ফাহাদ ফাসিল। 'পুষ্পা টু' সিনেমায়ও একই চরিত্রে দেখা যাবে ফাহাদ ফাসিলকে। আগামী ৫ ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে সিনেমাটি।

পুরোনো কর্মস্থলে গিয়ে কেঁদে ফেললেন পঙ্কজ

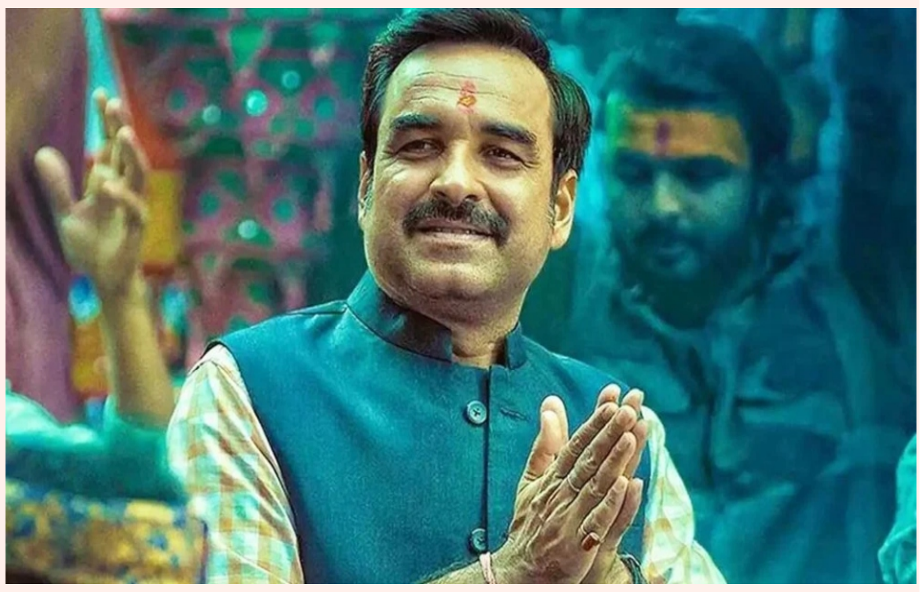

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউডে পা রাখার আগের জীবন মোটেও সহজ ছিল না অভিনেতা পঙ্কজ ত্রিপাঠি। দিনে থিয়েটারে অভিনয় আর রাতভর হোটেলে কাজ করতেন তিনি। অভিনয় দক্ষতা দিয়ে বলিউডে নাম-যশ পেলেও ভুলে যাননি নিজের শিকড়কে। সম্প্রতি পাটনার সেই প্রাক্তন কর্মস্থলে গিয়েই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন এই অভিনেতা। পাটনার সেই হোটেলে যখন কাজ করতেন, তখন কর্মীদের পেছনের গেট দিয়ে প্রবেশ করতে হতো। কোম্পানির নিয়ম মেনে পঙ্কজকেও তাই করতে হতো। কিন্তু অভিনেতা হওয়ার পরই যখন সেই হোটেলে পা রাখেন, তখন সামনের প্রবেশপথ দিয়ে ঢুকে বিশেষ অতিথির মতো আপ্যায়ণ পান। খোদ হোটেলের ম্যানেজার তাকে স্বাগত জানাতে ছুটে আসেন। যিনি কিনা একসময়ে তার বস ছিলেন। হোটেলে আজও তার প্রাক্তন সহকর্মীরা রয়েছেন। পঙ্কজ জানান, 'আমার সঙ্গে বিক্রান্ত মাসেও ছিলেন। আমার ১৫ জন প্রাক্তন সহকর্মী তাকে বলতে শুরু করল, কীভাবে আমি তাদের সঙ্গে কাজ ভাগ করে নিতাম। পুরোনো কর্মস্থলে গিয়ে যখন এমন আপ্যায়ন পেলাম, তখন চোখে জল চলে এসেছিল।'

তিনি বলেন, 'একটা সময় ছিল যখন রাত ১১টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত হোটেলে কাজ করতাম। বাড়ি ফিরে পাঁচ ঘণ্টা ঘুমিয়ে দুপুর ২টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত থিয়েটারে কাজ করতাম। তারপর আবার হোটেলে। টানা দু'বছর এভাবেই কাটিয়েছি। আজও যখন পাটনায় যাই, তখন পুরনো স্মৃতিগুলো মনে ভিড় করে। আমি ভাবি, কঠোর পরিশ্রম আর লক্ষ্য সৎ হলে জীবনের সব স্বপ্নপূরণ হয়।'

একবার এই হোটেলেই মনোজ বাজপেয়ীর সঙ্গে এক কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন পঙ্কজ। তখনো তিনি বলিউডে পা রাখেননি। মনোজ ততদিনে স্টার হয়ে উঠেছেন। প্রিয় অভিনেতা তারই হোটেলে থাকতে এসেছে জেনে সুযোগ বুঝে মনোজ বাজপেয়ীর জুতা জোড়া চুরি করে নেন তিনি। একবার কপিল শর্মার শোতে সে কথা ফাঁস করেছিলেন অভিনেতা। পরবর্তীতে বহুবার মনোজের সঙ্গেও একথা আলোচনা করে হেসে গড়িয়ে পড়েছেন দুজনে। আর বর্তমানে বলিউডে পঙ্কজ ত্রিপাঠীর সেই প্রিয় অভিনেতা মনোজ বাজপেয়ীর সঙ্গেই তার নাম উচ্চারিত হয়।

যেভাবে বাবা শচীনকে ছাপিয়ে নতুন মাইলফলকে অর্জুন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : মুম্বাইতে নিজেকে মেলে ধরতে পারছিলেন না ভারতের তারকা ক্রিকেটার শচীন টেন্ডুলকারের ছেলে অর্জুন। সেখানে অবশ্য প্রতিযোগিতা অনেক বেশি। তাইতো তিনি গোয়ায় নাম লেখান। সেখানে গিয়ে নিয়মিত খেলার সুযোগ পাচ্ছেন। নিজেকে মেলেও ধরছেন।

এরই ধারাবাহিকতায় বুধবার ক্যারিয়ারে প্রথমবার তুলে নিয়েছেন ফাইফার। রঞ্জি ট্রফিতে অরুণাচলের বিপক্ষের ম্যাচে ৯ ওভার বল করে ৩ মেডেনসহ মাত্র ২৫ রান দিয়ে ৫টি উইকেট নেন অর্জুন। তার বোলিং তোপে প্রথম ইনিংসে অরুণাচল অলআউট হয়ে যায় মাত্র ৮৪ রানে।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে কাশ্যপ বাখেলের অপরাজিত ১৭৯ ও স্নেহালের অপরাজিত ১৪৬ রানের ইনিংসে ভর করে ২ উইকেট হারিয়ে ৪১৪ রান তুলে প্রথম দিন শেষ করেছে গোয়া। প্রথম দিনেই তারা লিড নিয়েছে ৩৮০ রানের।

প্রথমবার ফাইফার অর্জনের মধ্য দিয়ে বাবাকে ছাপিয়ে নতুন এক মাইলফলক ছুঁয়েছেন অর্জুন। শচীন টেন্ডুলকার তার দীর্ঘ সময়ের প্রথম শ্রেণির ক্যারিয়ারে ৩১০টি ম্যাচ খেলেছেন। রান করেছেন ২৫ হাজারের বেশি। সেঞ্চুরি রয়েছে ৮১টি। বল হাতেও নিয়েছেন ৭১টি উইকেট। কিন্তু শচীন তার প্রথম শ্রেণির ক্যারিয়ারে কখনও ফাইফারের স্বাদ পাননি। সর্বোচ্চ পেয়েছিলেন ১০ রানের বিনিময়ে ৩ উইকেট। সেখানে বাবাকে পেছনে ফেলে ফাইফারের স্বাদ নিলেন অর্জুন। সঙ্গে তো রয়েছে একটি সেঞ্চুরিও। ফাইফার ও সেঞ্চুরির রেকর্ড নেই শচীনের। যেটা তার ছেলে গড়েছেন। ১৬টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলে অর্জুনের ঝুলিতে রয়েছে ৩২ উইকেট ও ৫৩২ রান।

আইপিএলের নিলামকে সামনে রেখে অর্জুনের ফাইফার নিঃসন্দেহে তার প্রতি ফ্র্যাঞ্চাইজিদের আগ্রহ বাড়াবে।

অস্ট্রেলিয়া জয় করে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে আফ্রিদি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : অস্ট্রেলিয়া সিরিজে দেখা গেছে পুরোনো শাহিন শাহ আফ্রিদিকে। ৩ ম্যাচে ১২.৬২ গড়ে নিয়েছেন ৮ উইকেট। তাতে আইসিসি ওয়ানডে বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে ৩ ধাপ এগিয়ে ১ নম্বরে ফিরেছেন এই পেসার।

ওয়ানডে ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে বাবর আজম। অর্থাৎ ওয়ানডেতে ব্যাটিং ও বোলিং দুই বিভাগেই শীর্ষে এখন পাকিস্তানের ক্রিকেটাররা।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজ-সেরা হওয়া হারিস রউফ ১৪ ধাপ এগিয়েছেন, আছেন ক্যারিয়ার-সর্বোচ্চ ১৩তম স্থানে। আফ্রিদি সর্বশেষ গত ওয়ানডে বিশ্বকাপের সময় বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে ছিলেন। এখন তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৬৯৬, যা ক্যারিয়ার সর্বোচ্চ।

২ নম্বরে থাকা রশিদ খানের সঙ্গে আফ্রিদির রেটিংয়ের পার্থক্য ৯। গত সপ্তাহে শীর্ষে থাকা স্পিনার কেশব মহারাজ দুই ধাপ নিচে নেমে গেছেন। তিনে তাঁর অবস্থান ৬৭৪ রেটিং পয়েন্টে। এক ধাপ নেমে ৪ নম্বরে আছেন কুলদীপ যাদব।

ওয়ানডে অলরাউন্ডারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে আছেন মোহাম্মদ নবী। ৪ ধাপ এগিয়েছেন মেহেদী হাসান মিরাজ, আছেন ৪ নম্বরে।

গম্ভীরকে 'বদরাগী' বললেন পন্টিং!

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজকে সামনে রেখে কথার লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েছেন গৌতম গম্ভীর ও রিকি পন্টিং। বিরাট কোহলির ফর্ম নিয়ে মন্তব্য করায় পন্টিংয়ের সমালোচনা করেছিলেন গম্ভীর। অস্ট্রেলিয়া অধিনায়কও ছেড়ে দেননি। ভারতীয় কোচকে জবাব দিয়েছেন তিনিও।

বিরাট কোহলিকে নিয়ে মন্তব্য করায় রিকি পন্টিংয়ের ওপর রেগে গিয়েছিলেন গৌতম গম্ভীর। ভারতের কোচ প্রশ্ন তুলেছিলেন, অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার হয়েও কেন কোহলিকে নিয়ে এত চিন্তিত পন্টিং।

সেই মন্তব্যের জবাব দিলেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক। গম্ভীরকে উল্লেখ করলেন 'বদরাগী চরিত্র' হিসেবে। জানালেন, কোনোভাবেই কোহলিকে খাটো করে দেখানোর উদ্দেশ্য ছিল না তার। অস্ট্রেলিয়ার চ্যানেল সেভেনের সঙ্গে আলাপে পন্টিং বলেছেন, 'গৌতম গম্ভীরকে আমি চিনি। বেশ বদরাগী চরিত্রের মানুষ। তাই ও যে আমার কথার ওভাবে উত্তর দিয়েছে তাতে আমি অবাক নই।'

পন্টিং আরও বলেন, 'কোহলিকে কোনোভাবে কটাক্ষ করতে চাইনি। আমি বলেছিলাম কোহলি অস্ট্রেলিয়ায় ভালো খেলেছে এবং সে দেশেই ও ফর্মে ফিরতে চাইবে। যদি বিরাটকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে ও নিশ্চয়ই বলবে যে আগের মতো শতরান করতে না পারা নিয়ে ও কতটা চিন্তায়। ছোট ছোট জিনিস নিয়েও যে কত কী হয়ে যায় সেটাই মাঝে মাঝে ভাবি। কোহলি দারুণ ক্রিকেটার। অতীতে অস্ট্রেলিয়ায় ভালো খেলেছে।'

অস্ট্রেলিয়া রওনা হওয়ার আগে গম্ভীর বলেছিলেন, 'ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ে পন্টিংয়ের কী কাজ? আমার মনে হয় ওর অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট নিয়ে চিন্তা করা উচিত। বিরাট, রোহিতকে নিয়ে তো ওর চিন্তা করার কোনো কারণই নেই।'

ভারতের দুই সিনিয়র খেলোয়াড়ের রানের ক্ষুধার কথা শোনা গিয়েছিল গম্ভীরের মুখে। তিনি বলেছিলেন, 'ওরা ভারতীয় ক্রিকেটকে অনেক কিছু দিয়েছে। ওদের সাফল্যের কথা সবাই জানে। এখনও ওদের অনেক কিছু দেওয়ার আছে। ওদের রানের জন্য তাড়না এখনও প্রথম দিনের মতো। এর থেকেই বোঝা যায় যে, ওরা দলকে জেতাতে চায়। আমি জানি ওরা তাড়াতাড়ি বড় রানে ফিরবে।'

নেইমারের অপেক্ষায় শৈশবের ক্লাব সান্তোস

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : শীর্ষ লিগে ফেরার অভিযান সফল হয়েছে সান্তোসের। এবার বড় আরেকটি আশা পূরণের অপেক্ষায় ব্রাজিলের ক্লাবটি। ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটি ফিরে পেতে চায় তাদেরই গড়ে তোলা তারকা নেইমারকে।

সৌদি ক্লাব আল হিলালে যোগ দেওয়ার পর ইনজুরিতে এক বছর মাঠের বাইরে ছিলেন নেইমার জুনিয়র। মাঠে ফিরে দুই ম্যাচ না খেলতেই আবার ইনজুরিতে পড়েছেন তিনি। বাইরে থাকতে হবে অন্তত এক মাস। সংবাদ মাধ্যম দাবি করেছে, মোটা অঙ্কের অর্থে কেনা ওই নেইমারকে জানুয়ারির দলবদলের বাজারে ছেড়ে দিতে চায় আল হিলাল। সৌদি ক্লাবটি চুক্তি বাতিল করলে তাকে ব্রাজিলিয়ান ক্লাব সান্তোস কেনার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলেও জানিয়েছে সংবাদ মাধ্যম। ১১ বছর বয়সে সান্তোসের একাডেমিতে যোগ দিয়েছিলেন নেইমার। ১৭ বছর বয়সে এই ক্লাবের হয়েই পেশাদার ফুটবলে তার পথচলা শুরু। ব্রাজিলের বয়সভিত্তিক দলগুলি রাঙিয়ে এই ক্লাবে খেলার সময়ই জাতীয় দলে তার অভিষেক ২০১০ সালে।

২০০৯ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত সান্তোসে থেকে তিনি পাড়ি জমান বার্সেলোনায়। হয়ে ওঠেন বিশ্ব ফুটবলের তারকা। বার্সেলোনা ও পিএসজির হয়ে ১০ বছর ইউরোপিয়ান ফুটবলে কাটিয়ে গত বছর সৌদি আরবের ফুটবলে চলে যান তিনি।

আল হিলালের সঙ্গে নেইমারের চুক্তি আগামী জুন পর্যন্ত। সেই চুক্তি শেষে ভবিষ্যৎ নিয়ে ৩২ বছর বয়সী এই তারকা ও তার সৌদি ক্লাবের মনোভাব বোঝার অপেক্ষায় আছে সান্তোস।

তবে সান্তোসের চাওয়া স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছেন ক্লাবের সভাপতি মার্সেলো তেইসেইরা।

"আমাদের ভাবনা পরিষ্কার ও বাস্তবসম্মত। তার (নেইমারের) বাবা এটা জানেন, তার স্টাফরা জানেন। তারা আমাকে চেনেন, সান্তোসকে জানেন। তবে এই মুহূর্তে আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে, কারণ একটি সক্রিয় চুক্তি তার এখনও আছে।"

২০১১ সালে নেইমারের অসাধারণ পারফরম্যান্সেই লাতিন আমেরিকার ক্লাব ফুটবলের সর্বোচ্চ আসর কোপা লিবের্তাদোরেসে সান্তোস শিরোপা জিতেছিল ৪৮ বছরের মধ্যে প্রথমবার।

১১ বছর আগে ক্লাব ছেড়ে গেলেও নেইমারের প্রতি সান্তোসের ভালোবাসার কমতি নেই। আগামী রোববার ব্রাজিলের সেরি বি-তে সান্তোসের ম্যাচে নেইমারকে গ্যালারিতে পাওয়ার আশা করছেন বলেও জানালেন ক্লাব সভাপতি।

"তার জন্য বক্স প্রস্তুত আছে, সবসময়ের জন্যই এটা। সে যদি ব্রাজিলে থাকে, সবসময়ই তাকে স্বাগত।"

পাকিস্তান ও ভারতে ক্রিকেট আয়োজন নিষিদ্ধ করা উচিত: রশিদ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে অংশগ্রহণ ঘিরে আবারও মুখোমুখি অবস্থানে ভারত-পাকিস্তান। ২০২৫ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্দা উঠার কথা ছিল চ্যাম্পিয়নস ট্রফির এবারের আসরের। কিন্তু ভারতের দল না পাঠানোর সিদ্ধান্তে এখনো সূচি চূড়ান্ত করা যায়নি। পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক রশিদ লতিফ মনে করেন, আইসিসির উচিত ভারত ও পাকিস্তানকে কোনো টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে না দেওয়া, যতক্ষণ পর্যন্ত দুই দেশ নিজেদের মধ্যে ঝামেলা না মেটায়।

বার্তা সংস্থা পিটিআইকে রশিদ লতিফ বলেন, পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে খেলা বন্ধ করে দেয়ার বড় সম্ভাবনা আছে। আমার যদি ক্ষমতা থাকত, আমিই এই পদক্ষেপ নিতাম। এ জন্য আমি কাউকে দোষারোপ করতাম না। তুমি যদি (পাকিস্তানে) খেলতে না চাও, তাহলে আমাদের সঙ্গে খেলোই না। আমি সিদ্ধান্ত নেয়ার জায়গায় থাকলে এটাই নিতাম। বিসিসিআইয়ের বিরুদ্ধে লড়তাম।

ভবিষ্যতের অচলাবস্থা কাটাতে লতিফ আইসিসিকে একটি পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি জানান, আমার মতে, ভারত-পাকিস্তান দুই দেশের আয়োজন স্বত্ব স্থগিত করা উচিত। যত দিন না তাদের ঝামেলা মেটে, একটা সমাধান না আসে।

প্রসঙ্গত, ২০০৮ সালের পর পাকিস্তানে যায়নি ভারত ক্রিকেট দল। গত বছর পাকিস্তান এশিয়া কাপের আয়োজক হলেও ভারতের চাওয়ায় টুর্নামেন্টটি শেষ পর্যন্ত হাইব্রিড মডেলে শ্রীলঙ্কায় আয়োজন করা হয়।

আসন্ন চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ক্ষেত্রেও পাকিস্তানে দল না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত সরকার। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) সরকারি সিদ্ধান্তের বিষয়টি আইসিসিকে জানিয়েছে। তা আইসিসির কাছ থেকে জানার পর ক্ষোভে ফেটে পড়েছে পাকিস্তানের ক্রিকেটাঙ্গন।

টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন ইমরুল কায়েস

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : একসময় জাতীয় দলের নিয়মিত মুখ, তারকা ওপেনার ইমরুল কায়েস টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন। একইসঙ্গে অবসর নিচ্ছেন প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট থেকেও। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি ভিডিও পোস্ট করে এ ঘোষণা দেন ইমরুল।

তিনি লিখেছেন, 'বাংলাদেশের সকল ক্রিকেটপ্রেমী দর্শকদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা রেখে একটি বিষয় জানাতে যাচ্ছি। আমি খুব শিগগিরই আমার ক্রিকেট ক্যারিয়ারের খুব কঠিন একটি সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছি। আগামী ১৬ নভেম্বর আমি আমার টেস্ট ও প্রথম শ্রেণির ক্যারিয়ারের সমাপ্তি ঘোষণা করতে যাচ্ছি। এটি আমার (ক্রিকেট) জীবনের ১৭ বছরের সবচেয়ে আবেগের ও কঠিন একটি মুহূর্ত।'

আগামী ১৬ নভেম্বর মিরপুরের শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ঢাকার মুখোমুখি হবে খুলনা। এই ম্যাচ দিয়েই প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটকে বিদায় জানাবেন ইমরুল। তার ক্যারিয়ারের শুরুও হয়েছিল ঢাকার বিপক্ষেই।

২০০৭ সালে খুলনায় তার অভিষেক হয়েছিল। এরপর সবমিলিয়ে ১৩৭টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছেন ইমরুল। ২৪৬ ইনিংসে ২০টি সেঞ্চুরি ও ২৭টি ফিফটি আছে তার। ৩৩.৭৪ গড়ে করেছেন ৭৯৩০ রান। বল হাতে ছয়টি উইকেটও আছে তার।

প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেকের পরের বছর টেস্ট ক্রিকেটেও পথচলা শুরু হয় ইমরুলের। ব্লুমফেন্টেইনে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথম ম্যাচ খেলেন তিনি। এরপর সবমিলিয়ে ৩৯ টেস্টে মাঠে নেমেছেন ইমরুল, ২৪.২৮ গড়ে করেছেন ১৭৯৭ রান। ২০১৮ সালে মিরপুরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সবশেষ টেস্টটি খেলেছিলেন তিনি।

যৌন নিপীড়নের দায়ে ফরাসি ফুটবলারের জেল

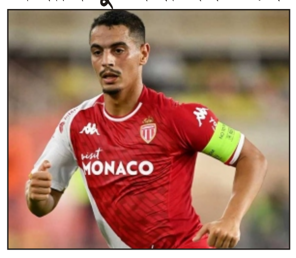

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ফ্রান্সে এক নারীকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় শাস্তি পেতে যাচ্ছেন ফুটবলার উইসাম বেন ইয়েদের (৩৪)। দেশটির আদালত ফরাসি এই স্ট্রাইকারকে দুই বছরের স্থগিত কারাদণ্ড দিয়েছেন।

তবে প্রসিকিউটর ১৮ মাসের স্থগিতসহ এই ফুটবলারের দুই বছর ছয় মাসের কারাদণ্ড চেয়েছিলেন। বাদীর এক আইনজীবী আদালতে নিপীড়নের শিকার নারীকে ২৫ হাজার ইউরো ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানান। কিন্তু অভিযুক্ত বেন ইয়েদারকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ভুক্তভোগীকে ৫ হাজার ইউরো দিতে নির্দেশ দিয়েছে ফ্রান্সের নিস শহরের আদালত। সেই সঙ্গে ওই নারীর চিকিৎসা ব্যয়ও বহন করতে হবে এই ফুটবল তারকাকে।

শাস্তির ঘোষণার বিরোধিতা করে বেন ইয়েদারের আইনজীবী দ্য অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে বলেন, বেন ইয়েদার নেশাগ্রস্থ অবস্থায় যৌন নিপীড়নের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন। আদালতে বেন ইয়েদার নিজে দাবি করেন, তিনি মাতাল ছিলেন। ওই অবস্থায় কোনো যৌন নিপীড়নের কথা তার মনে নেই।

এর আগে গত সেপ্টেম্বরে বেন ইয়েদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন এক নারী। এতে বলা হয়, ফ্রেঞ্চ রিভেরায় নিজের গাড়িতে ওই নারীর ওপর যৌন নিপীড়ন চালান বেন ইয়েদার। ঘটনার পর পুলিশ তাকে গাড়ি থামাতে বললেও তিনি পালিয়ে যান। পরে তাকে তার নিজ বাসা থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তার ড্রাইভিং লাইসেন্সও ৬ মাসের জন্য স্থগিত করা হয়। এর আগে গত বছর আরেকটি ঘটনায় বেন ইয়েদারের বিরুদ্ধে ধর্ষণ, ধর্ষণের চেষ্টা এবং যৌন নিপীড়নের অভিযোগ আনা হয়েছিল। ঘটনাটি ঘটেছে ফ্রান্সের দক্ষিণে। উল্লেখ্য, গত মৌসুম শেষে মোনাকোর সঙ্গে চুক্তি শেষ হওয়ার পর থেকে ক্লাবহীন অবস্থায় আছেন বেন ইয়েদার। দলটির হয়ে ২০১ ম্যাচে তিনি গোল করেন ১১৮টি, ক্লাবটির হয়ে যা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। ফ্রান্সের হয়ে তিনি খেলেছেন ১৯ ম্যাচ। সবশেষ তিনি জাতীয় দলের হয়ে খেলেছেন ২০২২ সালের জুনে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR